ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# সংসদীয় আসনভিত্তিক থোক বরাদ্দঃ
# অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ[১]

**সার-সংক্ষেপ**

**প্রেক্ষাপট**

সাংবিধানিকভাবে সংসদ সদস্যের দায়িত্ব সংসদে আইন প্রণয়ন করা, নিজ নিজ এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। এর বাইরেও সংসদ সদস্যদেরকে নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা যায়, ফলে সাধারণ মানুষের কাছে একটি প্রত্যাশা তৈরি হয় যে সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে এলাকার রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি নির্মাণ করার ব্যবস্থা করবেন (টিআইবি ২০১২)। অন্যদিকে, নির্বাচনী এলাকার জনগণ সংসদ সদস্যদেরকে স্থানীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণের ভূমিকায় দেখতে চায় কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের হস্তক্ষেপ চায় না (টিআইবি ২০০৮)। জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ ও উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ সালে সংশোধিত) এর মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে জনগণের কাছে সংসদ সদস্যের সরাসরি জবাবদিহি করার কোনো আইনি বা পদ্ধতিগত ব্যবস্থা (সংসদ সদস্যের জন্য আচরণ বিধি, সংসদ সদস্যের সম্পৃক্ততায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য এলাকাভিত্তিক গণশুনানি ইত্যাদি) নেই।

স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করে সর্বপ্রথম ২০০৫-০৬ অর্থবছরে সরকার ও বিরোধী উভয় দলের সংসদ সদস্যদের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রত্যেক সদস্যের অনুকূলে দুই কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। পরবর্তী সময়ে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় (একনেক) এই প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ক্রমান্বয়ে আসনপ্রতি এই থোক বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। একনেক সভায় ৪ হাজার ৮৯২ কোটি টাকার 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (এক)' (আইআরআইডিপি ১) শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন করা হয় ২০১০ সালে। প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই ২০১৫ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬ হাজার ৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আইআরআইডিপি ২ প্রস্তাব উত্থাপন ও অনুমোদন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পের কাজ চলাকালীন (২০২১ সাল পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি) জুন ২০২০ সালে তৃতীয় পর্যায়ে ৬ হাজার ৪৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে আইআরডিপি ৩ প্রস্তাব উত্থাপন ও অনুমোদন করা হয়েছে।

সংরক্ষিত আসনের ৫০ জন নারী সদস্য এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত নন। সংসদীয় আসন প্রতি থোক বরাদ্দের আওতাভুক্ত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য - গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেতু-কালভার্ট নির্মাণ এবং গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন; কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান; এবং কৃষি অকৃষি পণ্যের বিপণন সুবিধা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করা। এসব প্রকল্পের প্রস্তাবনায় গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেতু-কালভার্ট নির্মাণ এবং গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন সম্পর্কিত স্কিম থাকলেও অন্যান্য লক্ষ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত কোনো ধরনের স্কিম পাওয়া যায় নি।

**সারণি ১: 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' পরিচিতি**

| প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের মেয়াদ | অনুমোদনের তারিখ | আসনের সংখ্যা | আসন প্রতি বরাদ্দ |
|---|---|---|---|---|
| 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইআরআইডিপি এক)' | মার্চ ২০১০ - ডিসেম্বর ২০১৪ | মার্চ ২০১০ | ৩০০টি | ৩ কোটি |
| 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইআরআইডিপি দুই)' | জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯ | জুলাই ২০১৫ | ২৮৪টি (সিটি কর্পোরেশন এলাকা সংশ্লিষ্ট ১৬টি আসন ছাড়া) | ৫ কোটি |
| 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইআরআইডিপি তিন)' | জুলাই ২০২০- জুন ২০২৪ | জুন ২০২০ | ২৮০টি (সিটি কর্পোরেশন এলাকা সংশ্লিষ্ট ২০টি আসন ছাড়া) | ৫ কোটি |

[১] ২০২০ সালের ১২ আগস্ট প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের ইচ্ছানুযায়ী কাজ নির্বাচন ও বাস্তবায়ন হওয়ার কারণে স্কিমের সম্ভাব্যতা যাচাই, কারিগরি ও আর্থিক বিশ্লেষণের সুযোগের অনুপস্থিতি বিদ্যমান, এবং বাস্তবায়নের সময় অর্থ অপচয়ের ঝুঁকিসহ কাজের স্থায়িত্বশীলতা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সুযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে পল্লী এলাকার উন্নয়নের জন্য এ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের প্রতিবেদনও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় এবং মাঠ পর্যায়ে দুইটি প্রকল্পের কিছু স্কিমের সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) প্রতিবেদনে স্কিম বাস্তবায়নের কাজে চ্যালেঞ্জ ও অনিয়ম তুলে ধরা হয়েছে। তবে আইএমইডি ২০১০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত কোনো প্রকল্পেরই পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করে নি।

ইতোপূর্বে জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। টিআইবি'র নিয়মিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এই গবেষণায় সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে প্রতি সংসদ সদস্যের জন্য পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ থোক বরাদ্দ প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিম্নের প্রশ্নসমূহের উত্তর খোঁজার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে -

১. সংসদীয় আসনে থোক বরাদ্দ প্রকল্পের কী ধরনের নীতিমালা ও কৌশল এবং পদ্ধতিগত কাঠামো বিদ্যমান?
২. এ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত স্কিমগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাই প্রক্রিয়ায় সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ কতটা ছিল?
৩. এ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত স্কিম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ছিল?
৪. এ সকল স্কিম বাস্তবায়নে কোনো দুর্নীতি সংগঠিত হয়েছে কি? হলে কী ধরনের? এসব দুর্নীতি প্রতিরোধে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?
৫. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত স্কিমগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে কি?
৬. স্কিমগুলোর কাজ কি সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে? কাজের মান কেমন ছিল? বাস্তবায়িত স্কিমগুলো বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে?

**গবেষণার উদ্দেশ্য**

এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য সংসদীয় আসনে থোক বরাদ্দের আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের স্কিমসমূহের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল -

১. এই প্রকল্পের আইনি ও পদ্ধতিগত কাঠামো পর্যালোচনা করা;
২. স্কিম পরিকল্পনায় এলাকার চাহিদা নিরূপণ ও স্কিমের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এলাকার জনগণের অংশগ্রহণ পর্যালোচনা করা;
৩. স্কিমসমূহের বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা ও বিভিন্ন ধাপে চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা;
৪. স্কিম বাস্তবায়নে দুর্নীতি হয়েছে কি না এবং হলে তার ধরন ও মাত্রা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা; এবং
৫. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে এই প্রকল্পের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

**গবেষণা পদ্ধতি**

এ গবেষণায় মিশ্র পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যেখানে পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পদ্ধতিগত স্তরভিত্তিক দৈবচয়ন ব্যবহার করে সার্বিকভাবে নমুনায়ন করা হয়েছে। গবেষণায় আইআরআইডিপি শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন স্কিমগুলো পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশের ৩০০টি সংসদীয় আসন থেকে পদ্ধতিগত দৈবচয়নের ভিত্তিতে মোট ৫০টি আসন নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি আসনের একাধিক উপজেলা থেকে একটি উপজেলাকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিটি উপজেলায় উক্ত প্রকল্পের আওতাধীন বাস্তবায়িত স্কিমের তালিকা থেকে আইআরআইডিপি- ১ এর ১০টি করে মোট ৫০০টি এবং ও আইআরআইডিপি- ২ এর ৩টি করে মোট ১৫০টি স্কিম পদ্ধতিগত দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন এবং এই ৬৫০টি স্কিমের ওপর তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়। তবে আইআরআইডিপি-১-এর ৩১টি স্কিম নথিতে যে উপজেলার আওতায় রয়েছে মাঠ পর্যায়ে সেগুলো অন্য উপজেলার আওতাভুক্ত থাকায় এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য ৫টি স্কিম পর্যবেক্ষণ করা যায় নি। অন্যদিকে নমুনায়িত এলাকায় কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে আইআরআইডিপি-২ এ অতিরিক্ত ১৪টি স্কিম অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে মোট ৬২৮টি (আইআরআইডিপি-১ এ ৪৬৪টি ও আইআরআইডিপি-২ এ ১৬৪টি) স্কিম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

**সারণি ২: তথ্যের ধরন, উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি**

| তথ্যের ধরন | তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি | তথ্যদাতা/ উৎস | টুলস্ |
|---|---|---|---|
| প্রত্যক্ষ তথ্য | নমুনায়িত আসন ও এলাকার সংশ্লিষ্ট সমাপ্ত স্কিম পর্যবেক্ষণ | আইআরআইডিপি ১ - এর ৪৬৪টি এবং আইআরআইডিপি ২ - এর ১৬৪টি মোট ৬২৮টি স্কিম পর্যবেক্ষণ | চেকলিস্ট |
| | মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (৩৪১টি) | সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ঠিকাদার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ, সংসদ সদস্য, সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির সভাপতি/সদস্য, গণমাধ্যম কর্মী | চেকলিস্ট |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | দলীয় আলোচনা (১৮০টি) | এলাকার জনগণ (কৃষক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, অন্যান্য পেশাজীবী) | চেকলিস্ট |
| | সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন স্কিম সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যের জন্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন) | প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান | চেকলিস্ট |
| পরোক্ষ তথ্য | আধেয় পর্যালোচনা | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথি/প্রতিবেদন, আইন, বিধি, ওয়েবসাইট ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি | - |

**গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশক ও বিশ্লেষণ কাঠামো**

এই গবেষণায় সুশাসনের নির্দেশকের মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ এবং শুদ্ধাচার চর্চার আওতায় নিম্নের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**সারণি ৩: সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কাঠামো**

| নির্দেশক | গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয় |
|---|---|
| **আইনি সক্ষমতা** | ▪ প্রকল্প সম্পর্কিত আইন, নীতিমালা, কৌশল ও কাঠামো |
| **স্বচ্ছতা** | ▪ স্কিমসমূহের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের তথ্য এবং আর্থিক হিসাবের উন্মুক্ততা<br>▪ স্কিমসমূহের দরপত্র বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা |
| **জবাবদিহিতা** | ▪ স্কমসমূহের কাজের মান (কাজ চলাকালীন পণ্যের ব্যবহার, কাজ শেষে স্কিমের মান ও স্থায়িত্ব) পরিবীক্ষণ<br>▪ স্কিম-সংশ্লিষ্ট অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি পদ্ধতি<br>▪ প্রকল্পের সার্বিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন |
| **অংশগ্রহণ** | ▪ স্কিম তালিকাভুক্তিকরণে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের চাহিদা ও মতামত গ্রহণ<br>▪ স্কিমসমূহের উপযোগিতা যাচাইয়ে জনমতামতের প্রতিফলন |
| **দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ** | ▪ স্কিম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা<br>▪ দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা |

**গবেষণার সময়**

২০১৯ সালের মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ এবং ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

**উল্লেখ্য, এই গবেষণার সকল তথ্য ও ফলাফল গবেষণা সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।**

**গবেষণার ফলাফল**

***নমুনায়িত স্কিমসমূহের পরিচিতি:*** উভয়ে প্রকল্পের নমুনায়িত স্কিমসমূহের মধ্যে রাস্তার স্কিম সর্বোচ্চ যথাক্রমে ৬০% ও ৬২%।

চিত্র ১: আইআরআইডিপি ১ - এর নমুনা স্কিমসমূহের ধরন (%)

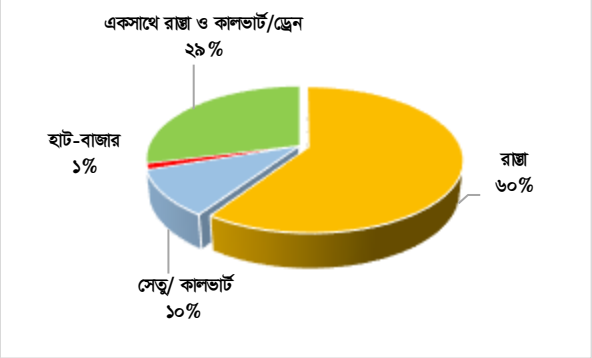


চিত্র ২: আইআরআইডিপি ২ - এর নমুনা স্কিমসমূহের ধরন (%)

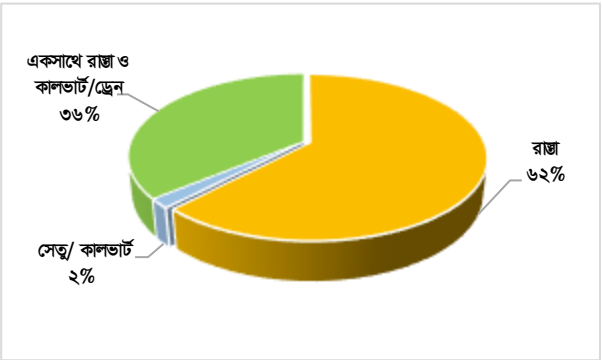


আইআরআইডিপি ২ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন থাকায় কাজ সম্পন্ন হওয়া স্কিমের মধ্য থেকে নমুনা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে; ফলে ধরন অনুযায়ী স্কিমের হারের ক্ষেত্রে আইআরআইডিপি ১ প্রকল্পের সাথে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। স্কিমের কাজ শিডিউলে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, যার সার্বিক হার ৬৮ শতাংশ। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না হওয়া স্কিমসমূহের মধ্যে আইআরআইডিপি ১ - এ ৭২.৩ শতাংশ ও আইআরআইডিপি ২- এ ৮৫.২ শতাংশ স্কিমে অতিরিক্ত এক বছর সময় লেগেছে। কাজ শেষ হতে দেরি হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে জমি না ছেড়ে কাজে বাধা দেওয়া, দুর্গম এলাকায় নির্ধারিত সময়ে এলজিইডি প্রতিনিধির কাজ বুঝিয়ে দিতে দেরি হওয়া, সামগ্রী পরিবহনে দেরি, সামগ্রী ও যন্ত্র যেমন পাথর বা রোলার পেতে দেরি হওয়া, নির্মাণ সামগ্রীর দাম হঠাৎ বৃদ্ধি ও পণ্য সংকট, সাইট থেকে পণ্য চুরি, বিল পেতে দেরি হওয়া, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

**আইনি সক্ষমতা**

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্যের আসন প্রতি থোক বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা ও নির্দেশিকা না থাকলেও বিগত দুইটি সংসদ ধরে এই বরাদ্দ সরাসরি অনুমোদনের মাধ্যমে এটি একটি চর্চায় পরিণত হয়েছে। ফলে স্কিম নির্বাচন প্রক্রিয়া, এলাকার চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ বন্টনের পূর্বশর্ত নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় কার্যকরতার ঘাটতি লক্ষণীয়। সর্বোপরি, সংসদ সদস্যের জন্য আচরণ বিধি ও সদস্য থাকাকালীন তাদের সম্পদসহ কর্মকান্ডের বিবরণ প্রকাশের আইনি বা পদ্ধতিগত ব্যবস্থা না থাকায় জনগণের কাছে তাদেরকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

**সারণি ৪: আইনি সক্ষমতা ও চ্যালেঞ্জ**

| আইনি সক্ষমতা | চ্যালেঞ্জ |
|---|---|
| • সকল উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের অভিন্ন নীতিমালা থাকলেও সংসদীয় আসনের থোক বরাদ্দ প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, নির্দেশিকা নেই | • স্কিম তালিকাভুক্তিকরণে জনঅংশগ্রহণ প্রক্রিয়া, এলাকা ও চাহিদা ভেদে বরাদ্দ বণ্টনের পূর্বশর্ত নির্ধারিত নয়<br>• প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি |
| • নির্বাচনের পূর্বে সংসদ সদস্যদের আয়-ব্যয়, হালনাগাদ সম্পদ বিবরণীসহ আটটি তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার বিধান (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪কক) | • নির্বাচন পরবর্তী হালনাগাদ তথ্য উন্মুক্ত করার আইনি কাঠামো এবং তাদের কর্মকাণ্ড, সততা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি না থাকায় জনপ্রতিনিধির জবাবদিহির ঘাটতি |
| • স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও সুযোগ রয়েছে [জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ ও উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ সনে সংশোধিত)] | • রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের সুযোগের প্রসার এবং স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ব্যাহত |
| • সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে টেন্ডার প্রক্রিয়া ও স্কিম বাস্তবায়ন | • বাস্তবে অকার্যকর তদারকি ব্যবস্থার কারণে মাঠ পর্যায়ে নিয়মানুয়ায়ী স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি |
| • স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান নীতি কাঠামোতে পেশাজীবি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংগঠন ছাড়া এলাকার সাধারণ নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব - নগর সমন্বয় কমিটিতে প্রায় ২৯% এবং ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটিতে প্রায় ১৪% | • এলাকার সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় তাদের মতামতের প্রতিফলনের ঘাটতি |

**স্বচ্ছতা**

***তথ্যের উন্মুক্ততা:*** কম বাজেটের বরাদ্দে স্কিম সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের বোর্ডের জন্য কোনো পৃথক খাত না থাকার অজুহাতে ঠিকাদাররা তথ্য বোর্ড টানান না। নমুনায়িত স্কিমসমূহের কাজ চলাকালীন সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোনো তথ্য বোর্ড ছিল না। প্রকল্পের নীতিমালা ও নির্দেশিকাসহ স্কিম বাস্তবায়ন অগ্রগতি, আর্থিক হিসাব, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি উন্মুক্ত করার জন্য কোনো ওয়েবসাইট বা প্রাতিষ্ঠানিক প্ল্যাটফরম নেই।

***কার্যাদেশ বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা:*** কোনো কোনো এলাকায় সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালীদের কাছে বছরে ২০-২৫% কাজ বিক্রি (অবৈধভাবে সাব-কন্ট্রাক্ট) হয় কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক নথিতে সাব-কন্ট্রাক্টের কোনো প্রমাণ রাখা হয় না। তদারকি প্রতিষ্ঠানও এই বিষয়টি সম্পর্কে জানেন। বাস্তবে তারা দরপত্রপ্রাপ্ত প্রকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মাঠ পর্যায়ের যেকোনো পরামর্শ বা পর্যবেক্ষণ অবহিত করেন এবং তাদের নামে বিল দেওয়া হয়।

**জবাবদিহিতা**

***বাস্তবায়িত স্কিমের মান:*** মাঠ পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সার্বিকভাবে ৭৭.৮ শতাংশ সম্পূর্ণ এবং ১৭.৮ শতাংশ স্কিমে আংশিক কাজ হলেও ৪.৪ শতাংশ স্কিমের কোনো কাজ হয় নি। কাজ হয় নি এমন স্কিমের মধ্যে রাস্তার স্কিম ১৮টি, ব্রিজ/কালভার্ট স্কিম ১টি এবং রাস্তা ও কালভার্ট/ড্রেন স্কিম ৭টি। যেসকল স্কিমের সম্পূর্ণ এবং আংশিক কাজ হয়েছে তাদের মধ্যে ৩৩ শতাংশ স্কিমের কাজের মান ভাল ছিল না।

***পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:*** উপজেলা এলজিইডি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্য-সহকারীরা স্কিমের কাজ চলাকালীন মাঠ পর্যায়ে তদারকি করে থাকেন। মাঝে মাঝে উপজেলা/ জেলা থেকে অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও যান (বিস্তারিত সারণি ৫)। সার্বিকভাবে ৭৬.২ শতাংশ স্কিমে কাজ চলাকালীন তদারকি হয়েছে। তদারকির সময় এলজিইডি প্রতিনিধিরা ওয়ার্ক অর্ডার বইয়ে কাজের সম্পর্কে তাদের পর্যবেক্ষণ, মতামত এখানে লিখে রাখবেন এবং পরে সেই অনুযায়ী কাজ হয়েছে কি না তা পরবর্তী তদারকি দল বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসে দেখবেন। কাজ শেষে এই বইটি এলজিইডি কার্যালয়ে সংরক্ষণের জন্য জমা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।

**সারণি ৫: কাজ চলাকালীন স্কিম তদারককারীদের ধরন (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)**

| তদারকিকারীদের ধরন | স্কিমের শতকরা হার |
|---|---|
| এলজিইডি প্রকৌশলী | ৭০.০ |
| ওয়ার্ক এ্যাসিসট্যান্ট/ কার্য-সহকারী | ১৭.১ |
| ইউপি/উপজেলা/পৌর চেয়ারম্যান, ইউপি মেম্বার, ওয়ার্ড কমিশনার | ১৩.১ |
| পরিচয় জানা যায় নি | ১২.০ |

***তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্যায়ন ও মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা:*** কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদনে এবং জামানতের অর্থ প্রাপ্তির জন্য ঠিকাদার কাজ সম্পন্ন হওয়ার এক বছর পর আবেদন করলে সেখানেও স্কিমের তৎকালীন অবস্থা কেমন আছে এটা লিখে যথাক্রমে বিলের অর্থ ও জামানত ছাড় দেওয়া হয়। বাস্তবে মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের সাথে নথিতে লিখিত বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষণের অসামঞ্জস্য পাওয়া যায় (বিস্তারিত সারণি ৬)।

**সারণি ৬: প্রতিবেদনে 'কাজের মান সন্তোষজনক' উল্লেখ করা হলেও প্রকৃত অবস্থা (স্কিমের শতকরা হার)**

| স্কিমের প্রকৃত অবস্থা | কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ 'কাজের মান সন্তোষজনক' (n = ৪০৪) | জামানত প্রাপ্তির অনুমোদন প্রতিবেদনে উল্লেখ 'কাজের মান সন্তোষজনক' (n = ৪১৫) |
|---|---|---|
| সম্পূর্ণ কাজ হয়েছে | ৭৪.০ | ৭৬.১ |
| আংশিক কাজ হয়েছে | ২১.৫ | ১৯.৩ |
| **কোনো কাজ হয় নি** | **৪.৫** | **৪.৬** |

স্কিম বাস্তবায়নকালীন কাজের মান এবং এলজিইডি'র কাজ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণের সাথেও অসামঞ্জস্য দেখা যায়। কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদন এবং কাজ সমাপ্ত হওয়ার এক বছর পর জামানতের টাকা উত্তলনের আবেদন পত্রে কাজের মান সন্তোষজনক উল্লেখ থাকলেও একটি উল্লেখযোগ্য হারের স্কিমের কাজের মান ভাল ছিল না (বিস্তারিত সারণি ৭)।

**সারণি ৭: প্রতিবেদনে 'কাজের মান সন্তোষজনক' উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে কাজের মান (স্কিমের শতকরা হার)**

| কাজের মান | কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ 'কাজের মান সন্তোষজনক' (n = ৪০২) | জামানত প্রাপ্তির অনুমোদন প্রতিবেদনে উল্লেখ 'কাজের মান সন্তোষজনক' (n = ৪১৩) |
|---|---|---|
| ভাল | ৪১.৮ | ৪১.৬ |
| মোটামুটি | ২৮.৬ | ২৭.৪ |
| **ভাল নয়** | **২৯.৬** | **৩১.০** |

সার্বিকভাবে ১৪.৫ শতাংশ স্কিম সংস্কার করা হয়েছে (আইআরআইডিপি ১-এর ১৮.৩ শতাংশ এবং আইআরআইডিপি ২-এর ৩.৭ শতাংশ)। যে সকল স্কিম এখনও সংস্কার হয় নি সেখানে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (৪২.২ শতাংশ) স্কিমের অবস্থা ভাল নয়, সংস্কার প্রয়োজন। আইআরআইডিপি ২-এর স্কিমগুলো অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (১৭.৪%) স্কিমের অবস্থা ভাল নয়, সংস্কার প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত নতুন স্কিমগুলোর এই অবস্থার কারণ, ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাবে তদারকি ব্যবস্থার কার্যকরতা ব্যাহত, মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার না করার প্রবণতা, এলাকার ও স্কিমের অবস্থান বিবেচনায় না নিয়ে রাস্তার নকশা করার চর্চা, পাইলিং এর জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ না রাখা, এবং রাস্তায় নিয়ম-বহির্ভূতভাবে থ্রি-হুইলারসহ ভারি মালবাহী ট্রাক চলাচল।

*পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার অকার্যকরতার কারণ*

*রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা:* ঠিকাদাররা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা তার দলের কর্মী/ পরিচিত/ আত্মীয় হলে কাজ চলাকালীন কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে তদারকির ঘাটতি দেখা যায়। ঠিকাদারের থেকে কমিশন/লভ্যাংশ প্রাপ্তি এবং দলীয় নেতা-কর্মী/আত্মীয়-পরিচিত যারা ঠিকাদার তাদের মাধ্যমে ভোটের সময় ও ক্ষমতাসীন থাকাকালীন এলাকার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ফলে সংসদ সদস্যের একাংশ কর্তৃক তদারকির ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

*অংশীজনদের পারস্পরিক সমঝোতা:* আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ঠিকাদার অর্থের বিনিময়ে নিম্নমানের কাজ করে লাভবান হন এবং বাস্তবায়নকারী ও তদারকি কর্তৃপক্ষ নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে কাজের অনুমোদন দেন এবং জনপ্রতিনিধি, দলীয় ব্যক্তি ক্ষমতার প্রভাব ও আর্থিক লাভ বজায় রাখেন। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধাপে নির্দিষ্ট হারে কমিশন বাণিজ্য, রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের চাঁদাবাজি মূলত অংশীজনদের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধার সমঝোতা সম্পর্কের (Win Win Situation) প্রতিফলন।

*প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সদিচ্ছার ঘাটতি:* ঠিকাদারদের কাজে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ওয়ার্ক অর্ডার বইয়ে তদাকি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লিখিত পর্যবেক্ষণ, মতামত অনুযায়ী পরবর্তীতে তদারকি পদ্ধতি থাকলেও এই লিখিত পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং ঠিকাদারদের মধ্যে কার্যকর উদ্যোগ ও আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। একটি উপজেলায় একইসাথে বিভিন্ন প্রকল্পের অনেকগুলো স্কিমের কাজ চলাকালীন সকল স্কিমে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তদারকির ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দুর্গম এলাকা, বিশেষকরে পার্বত্য ও চর এলাকায় নিয়মিত তদারকি করতে যাওয়ার ক্ষেত্রে যানবাহন সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরিকল্পনা কমিশনের আইএমইডি'র (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ) থেকে এই উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করা হয় নি। রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত বলে এই প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ঘাটতি দেখা যায়।

*অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি*

এ সকল স্কিমের কাজের মান নিয়ে এলজিইডির জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে এলাকার জনগণ, সাংবাদিক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে মৌখিক অভিযোগ আসে, লিখিত অভিযোগ করার প্রবণতা দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে এলাকার সংসদ সদস্যের কাছে সরাসরি অভিযোগ করা হয়, তখন সংসদ সদস্য জেলা/উপজেলা এলজিইডি'র প্রকৌশলীদের সাথে যোগাযোগ করেন। অভিযোগ পাওয়া গেলে তার বিস্তারিত জানার জন্য টিম গঠন করে প্রকৌশলীসহ মাঠ সহকারীরা সেখানে পরিদর্শনে যান, ঠিকাদার কেন কাজ করছে না সেটা জানার জন্য ঠিকাদারের সাথেও যোগাযোগ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে দেখা যায়, স্কিম বাস্তবায়নকালীন কাজের মান সম্পর্কে অভিযোগ থাকলেও ৭৭.৬ শতাংশ ক্ষেত্রে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় নি। এর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে অভিযোগ দিলে তার নিষ্পত্তি না হওয়া, প্রতিবাদ বা সরাসরি অভিযোগ করলে হুমকি ও হয়রানির সম্মুখীন হওয়া, এবং ঠিকাদার সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের আত্মীয়/পরিচিত/দলীয় কর্মী হলে ভয়ে কোনো অভিযোগ করতে আগ্রহী না হওয়া।

সার্বিকভাবে কাজ চলাকালীন কাজের মান সম্পর্কে ১৮.৮ শতাংশ স্কিমে অভিযোগ জানানো হয়। সার্বিকভাবে ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে এলাকাবাসী এলজিইডি প্রকৌশলী/ কার্য-সহকারীর কাছে, ৩.৫ শতাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যকে অভিযোগ জানিয়েছেন। এছাড়াও ঠিকাদার, ইউপি/উপজেলা/পৌর চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, ওয়ার্ড কমিশনার এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি/ এলাকার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদেরকে এলাকাবাসী অভিযোগ জানিয়েছেন। তবে এই অভিযোগের ভিত্তিতে ৭৬.১ শতাংশ স্কিমের ক্ষেত্রে কাজের মানের কোনো দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখা যায় নি। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তির কার্যকরতার ঘাটতির কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে এলাকাবাসীর অভিযোগ অনেক ক্ষেত্রে তদারকি প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি বা রাজনৈতিক প্রভাবশালী কর্তৃক আমলে না নেওয়া, ঠিকাদারের সাথে এলজিইডি, জনপ্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের মধ্যে আর্থিক যোগসূত্র, প্রতি স্কিমে নির্দিষ্ট হারে কমিশন বাণিজ্য; ফলে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ সম্পন্ন করলেও ঠিকাদার জবাবদিহির বাইরে থাকে।

**অংশগ্রহণ**

নমুনায়িত ৫০টি নির্বাচনী আসনে সার্বিকভাবে ৩৪ শতাংশ স্কিমের ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে চাহিদা/মতামত নেওয়া হয়েছে। এই ৫০টির মধ্যে ২৯টি নির্বাচনী আসনের মোট স্কিমের ২৮.৫ শতাংশ ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য এলাকা পরিদর্শনের সময়ে সরাসরি এলাকাবাসীর চাহিদা/ মতামত নিয়েছেন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সমন্বয় কমিটিতে এলাকার সাধারণ জনগণের তুলনামূলক কম প্রতিনিধিত্ব এবং কমিটিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চা কারণে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণসহ তাদের মতামত দেওয়ার সুযোগের ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের মতে, সার্বিকভাবে এলাকার জন্য স্কিমসমূহ উপযোগী বিবেচিত হয়েছে। তবে এলাকার প্রভাবশালী/ দলীয় ব্যক্তিদের বিশেষ অনুরোধ, সংসদ সদস্য বা তাদের আত্মীয়দের বাড়ি সংলগ্ন উপজেলা/ ইউনিয়নের গুরুত্ব বিবেচনা ইত্যাদি কারণে ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও কিছু স্কিমের তালিকাভুক্তি হয়েছে। এছাড়া, পরিকল্পনার পূর্বে জনগণের চাহিদা/ মতামতের ভিত্তিতে

উপযোগিতা যাচাই না করার ফলে কাঁচাবাজার সংলগ্ন, জলাবদ্ধ বা বন্যাপ্রবণ এলাকায় রাস্তা কংক্রিট ঢালাই না করা, সংযোগ সড়কহীন সেতু, পার্বত্য এলাকাসহ নদীভাঙ্গনপ্রবণ অঞ্চলেও একই বরাদ্দ ইত্যাদি বিষয়গুলো এখনো বিদ্যমান।

**দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ**

***দুর্নীতির মাত্রা:*** স্কিমের দরপত্র পাওয়া থেকে পুরো কাজ শেষ করে চূড়ান্ত বিল ও জামানতের টাকা উত্তোলন পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন অংশীজনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হারে (কখনো কখনো এককালীন) নিয়ম-বহির্ভূত কমিশন বাণিজ্য বিদ্যমান। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে দরপত্র প্রক্রিয়া প্রবর্তন হলেও তদারকি প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার, সংসদ সদস্য ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রভাবশালী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অনিয়ম রয়েছে। আইনি প্রতিবন্ধকতা, মিথ্যা মামলার ভয় ও হয়রানির আশংকায় অনিয়মের তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ ও আগ্রহের ঘাটতিসহ প্রতিবাদ এবং অভিযোগ না করার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

**সারণি ৮: স্কিম বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে আর্থিক অনিয়মের চিত্র**

| পর্যায়/ ব্যক্তি | নিয়ম-বহির্ভূত কমিশনের শতকরা হার (স্কিম প্রতি প্রকৃত বরাদ্দের ভিত্তিতে) | নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকায়) - ধরনভেদে |
|---|---|---|
| টেন্ডার পাওয়ার পর কার্যাদেশ প্রদানকারী (ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু) কমিটি | ১% | - |
| ছয় ধাপে পণ্য টেস্ট (যাচাই) | - | ৬-৮ হাজার টাকা x ৬ ধাপ = ৩৬ - ৪৮ হাজার টাকা (স্কিম প্রতি টেস্টের ফি ব্যতিত) |
| উপজেলা এলজিইডি কার্যালয়ের পিয়ন | - | ৫০০ - ১০০০ টাকা (স্কিম প্রতি) |
| ফিল্ড ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট (তদারকি) | ১% - ২% | - |
| উপজেলা এলজিইডি'র উপ-সহকারী প্রকৌশলী | ১% | - |
| উপজেলা এলজিইডি'র সহকারী প্রকৌশলী | ১% -২% | - |
| জেলা এলজিইডি কার্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগ | ২% - ২.৫% | - |
| নির্বাহী প্রকৌশলী | ০.২৫% | - |
| ট্রেজারি (বিল ছাড় করাতে) | ০.৫% - ২% | - |
| হিসাবরক্ষক (জামানতের টাকা উত্তোলন) | ১% | - |
| ট্রেজারির পিয়ন | - | ২০০ - ৫০০ টাকা (স্কিম প্রতি) |
| প্রকল্প পরিচালক | ০.৫% - ১% | |
| এলাকার রাজনৈতিক প্রভাবশালী কর্মীবাহিনী/ চাঁদাবাজ | - | ৫-১০ হাজার টাকা (স্কিম প্রতি) |
| এলজিইডি'র নিরীক্ষার সময় | - | ২-৫ লাখ টাকা (ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকাদার থেকে বাৎসরিক এককালীন) |
| **মোট (নিরীক্ষাকালীন কমিশনের হার ছাড়া)** | **৮.২৫% - ১২.৭৫ % (স্কিম প্রতি)** | **৪১,৭০০ - ৫৯,৫০০ টাকা (স্কিম প্রতি)** |

***সূত্র:*** স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদার, সংবাদকর্মী ও অন্যান্য অংশীজনদের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে।

**সারণি ৯: মোট ৬২৮টি স্কিমের প্রকৃত বিলের পরিমাণের প্রেক্ষিতে আর্থিক দুর্নীতির প্রাক্কলিত* মূল্য (টাকায়)**

*(অডিট ও সংসদ সদস্যের জন্য কমিশনের হার ছাড়া)*

| মাত্রা | স্কিম প্রতি প্রাক্কলন | মোট প্রাক্কলন |
|---|---|---|
| **সর্বনিম্ন** | ৪,৩৩,২৩৭ | ২৭,২০,৭৩,০৮০ |
| **সর্বোচ্চ** | ৬,৬৪,৬০৩ | ৪১,৭৩,৭০,৮৩৩ |

* কমিশনের শতকরা হার এবং ধরনভেদে অর্থের পরিমাণ উভয় তথ্যের ভিত্তিতে সার্বিকভাবে আর্থিক দুর্নীতির মূল্য প্রাক্কলন করা হয়েছে

***অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন***

*রাজনৈতিক প্রভাব:* কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যের সুপারিশে এলজিইডি'র মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে পছন্দের ঠিকাদারদের দরপত্র বাছাই করা হয়। সঠিক নিয়মে কাজপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে 'বিড মানি' দিয়ে পছন্দের ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া হয়। ঠিকাদারের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির মাধ্যমে/দলের তহবিলে গ্রহণ করা হয়। ঠিকাদারি ব্যবসার সাথে জড়িত সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের একাংশ এলাকার উন্নয়ন কাজের বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ ও চাঁদাবাজির সাথে যুক্ত থাকেন। ফলে ঠিকাদার ক্ষমতাসীন দলের প্রতিনিধিদের সাথে অর্থ দিয়ে সমঝোতা করতে বাধ্য হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোতে থাকার কারণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা (ইউপি চেয়ারম্যান/ মেম্বার, পৌর মেয়র/ কাউন্সিলার/কমিশনার ইত্যাদি) মাঠ পর্যায়ে ঠিকাদার হিসেবে কাজ করার সময় তাদের একাংশের মধ্যে মানসম্মত কাজ না করার প্রবণতা দেখা যায়।

রাস্তা তৈরির সামগ্রী (ইট, রড, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি) ব্যবসার সাথে জড়িত স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের একাংশ থেকে নির্মাণ সামগ্রী ক্রয়ে ঠিকাদারদের বাধ্য করা হয় এবং ক্রয় না করলে কাজে বাধা প্রয়োগসহ ভয়ভীতি দেখানো হয়। ফলে ঠিকাদাররা নিম্নমানের ও পরিমাণে কম উপকরণ নিয়ে বাধ্য হয়ে সমঝোতা করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠিকাদার পূর্ণাঙ্গ কাজ ও মানসম্মত কাজ না করে বিল উত্তোলনের জন্য রাজনৈতিক প্রভাবশালী, জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে তদবির করে থাকে। এক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে কাজ সম্পন্ন হওয়ার অনুমোদনসহ বিলের অর্থ ছাড় করাতে বাধ্য করা হয়।

*প্রভাবশালী সিন্ডিকেট:* কিছু ক্ষেত্রে কয়েকজন ঠিকাদার একত্র হয়ে অন্যান্য দরপত্রের মত একই মূল্যের দরপত্র অনলাইনের মাধ্যমে পূরণ করেন এবং দরপত্র পাওয়ার পর পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে প্রাপ্ত কাজের বন্টন করে নেন। অনেক ক্ষেত্রে একটা লভ্যাংশের (৫-১০%) ভিত্তিতে উক্ত এলাকার প্রভাবশালী ঠিকাদারদের কাছে প্রাপ্ত কাজ বিক্রি করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেও এই সমঝোতার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

*অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার:* কাজ পাওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে নতুন এবং কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদার তুলনামূলক বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের লাইসেন্স ব্যবহার করে টেন্ডার জমা দেন। এক্ষেত্রে সম্পর্ক ও মৌখিক চুক্তির উপর নির্ভর করে পারস্পরিক লেনদেনের বিষয়টি নির্ধারিত হয়।

*ট্যাক্স ফাঁকি:* পার্বত্য এলাকায় আদিবাসী ঠিকাদারদের ভ্যাট দিতে হয় না, ফলে ঐ এলাকার বাঙালি ঠিকাদারদের মধ্যে ভ্যাট ফাঁকি দেওয়ার জন্য আদিবাসী ঠিকাদারদের লাইসেন্স ব্যবহার করে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার প্রবণতা দেখা যায়। উল্লেখ্য, খুব কম সংখ্যক (২০% - ৩০%) আদিবাসী ঠিকাদার নিজেরা সরাসরি কাজ করেন।

*মানসম্মত সামগ্রী ব্যবহার না করা:* ঠিকাদার তার লাভ বেশি করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করেন না (ইট ও বালুর মান খারাপ দেওয়া, মানসম্মত রড ব্যবহার না করা, বিটুমিনের সাথে পোড়া মবিল মিশিয়ে ঢালাই দেওয়া, ব্রিজে কংক্রিটের ঢালাইয়ের পরিবর্তে ইটের গাঁথুনি দিয়ে পিলার করা), এবং পরিমাণের থেকে কম সামগ্রী ব্যবহার (রাস্তায় পিচের লেয়ারের পরিমাণ কম দেওয়া, পরিমাণে কম রডের ব্যবহার করা) করেন।

*আঞ্চলিক গোষ্ঠীর প্রভাব:* পার্বত্য এলাকায় বিশেষ আঞ্চলিক ক্ষমতাশালী সিন্ডিকেট (জনসংহতি সমিতি- জেএসএস, ইউপিডিএফ, জেএসএস সংস্কার, ইউপিডিএফ সংস্কার ইত্যাদি) ক্ষমতাবলে সকল উন্নয়ন কাজের একটি অংশ (৫%-১০%) ঠিকাদারদের থেকে আদায় করে থাকে। এই কমিশন না দিয়ে কোনো ঠিকাদার কাজ করতে পারেন না।

**পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে সংসদ সদস্যের ভূমিকা**

***স্কিম তালিকা প্রণয়ন:*** স্কিমসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা পরিকল্পনার আগে এলাকা সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি যেমন, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, উপজেলা চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কমিশনার এবং তার দলীয় লোকদের মাধ্যমে এলাকার চাহিদা সম্পর্কে জানেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সমন্বয় কমিটিতে জনগণের অংশগ্রহণসহ তাদের মতামত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না।

***দরপত্র প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ততা:*** কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য তার ক্ষমতাবলে সরাসরি বিভিন্ন স্কিমের কাজ তার পরিবারের সদস্য, আত্মীয় ও দলের কর্মী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বন্টন করে দেন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৮৬% আসনে সরাসরি দলীয় তহবিলে (এককালীন) অথবা সংসদ সদস্যের একাংশ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে সহকারীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট হারে (১% - ২%) ঠিকাদারের কাছ থেকে কমিশন গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, এলাকা এবং ঠিকাদারের সাথে ক্ষমতাসীন দলের সম্পর্ক ভেদে সরাসরি দলীয় তহবিলে (এককালীন) অনুদানের পরিমাণের বিভিন্নতা রয়েছে যার সঠিক পরিমাণ জানা যায়নি।

**সারণি ১০: নির্দিষ্ট হারে (প্রতি স্কিমে ১%-২%) কমিশনের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যের একাংশ কর্তৃক (ব্যক্তিগত সহকারীর মাধ্যমে) আর্থিক দুর্নীতির প্রাক্কলিত মূল্য (টাকায়)**

| মাত্রা | স্কিম প্রতি প্রাক্কলন (টাকায়) (প্রকৃত বিলের গড় পরিমাণের ভিত্তিতে) | আইআরআইডিপি ১ প্রকল্পে আসন প্রতি প্রাক্কলন (টাকায়) (১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের ভিত্তিতে) | আইআরআইডিপি ২ প্রকল্পে আসন প্রতি প্রাক্কলন (টাকায়) (২০ কোটি টাকা বরাদ্দের ভিত্তিতে) |
|---|---|---|---|
| **সর্বনিম্ন** | ৪৭,৪৫৯ | ১৫,০০,০০০ | ২০,০০,০০০ |
| **সর্বোচ্চ** | ৯৪,৯১৮ | ৩০,০০,০০০ | ৪০,০০,০০০ |

***সূত্র:*** স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদার, সংবাদকর্মী ও অন্যান্য অংশীজনদের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে।

** সকল সংসদ সদস্যের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়।*

***স্কিম বাস্তবায়নকালীন তদারকি:*** কাজ চলাকালীন নমুনা স্কিমসমূহে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে সংসদ সদস্যের সরাসরি তদারকি দেখা যায় নি। কোনো কোনো এলাকায় সংসদ সদস্য স্বপ্রণোদিত হয়ে এলাকায় থাকাকালীন স্কিম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংশ্লিষ্টদের সাথে সরাসরি কথা বলে অথবা ফোন করে খোঁজখবর নেন, অভিযোগ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেন। স্কিম বাস্তবায়নকালীন কাজ সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো কোনো সংসদ সদস্য নিজে এসে কাজ বন্ধ করে দেন এবং কাজের মান ভাল করার জন্য কঠোর নির্দেশনা দেন। কোথাও কোথাও দলীয় নেতা-কর্মী/আত্মীয়-পরিচিত ঠিকাদার হিসেবে কাজ করলে সংসদ সদস্যগণ কাজের মান বা অগ্রগতি নিয়ে অভিযোগ এলেও তার সমাধান করতে এবং তাদের জবাবদিহি করতে আগ্রহী হন না। কারণ পারস্পরিক সুবিধা সম্পর্কে উভয়েই আর্থিকভাবে লাভবান হন এবং এবং এরা দলের হয়ে ভোটের সময় এবং সংসদ সদস্য ক্ষমতাসীন থাকাকালীন এলাকার নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করেন।

***বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যের সম্পৃক্ততা:*** এলাকায় প্রকল্পের স্কিম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় উক্ত আসনে নির্বাচিত প্রধান বিরোধী বা অন্য বিরোধী দলের সংসদ সদস্যকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি হিসেবে এলাকায় বা ক্ষমতাসীন দলের কাছে তিনি কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিবেচিত হয়। ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব বিবেচনায় রেখে সমঝোতার ভিত্তিতে বিরোধী দলের সদস্য এলাকায় স্কিম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পান।

কোনো কোনো সংসদ সদস্য স্কিম তালিকা প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন তদারকি প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা বজায় রেখে সম্পৃক্ত থাকতে চেষ্টা করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সংসদ সদস্যরা তাদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের জন্য আর্থিক সুবিধাসহ বিভিন্ন অনিয়মকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন যা পুরো উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

**অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা**

বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশে (প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৩টি) সংসদীয় আসনের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্য প্রতি থোক বরাদ্দ প্রকল্পের দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিভিন্ন দেশে প্রকল্পের কাঠামোসহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এখনো বিবর্তনশীল। উল্লেখ্য, এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের পর্যবেক্ষণ রয়েছে। আটটি দেশের (ভারত, ভুটান, কেনিয়া, ঘানা, উগান্ডা, জ্যামাইকা, পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন আইল্যান্ড) প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এসব দেশে আইনি/নীতি কাঠামো, বরাদ্দ হার/পরিমাণ, বরাদ্দের প্রক্রিয়া, পরিচালনা কাঠামো, তদারকি কাঠামো, তথ্যের উন্মুক্ততা ইত্যাদি নির্দেশকের আলোকে বিভিন্ন ধরনের চর্চা বিদ্যমান।

অন্য দেশের দৃষ্টান্তের আলোকে বাংলাদেশে যেসব ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে সংসদীয় আসন প্রতি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা, বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের তহবিলে বরাদ্দ দেওয়া (সংসদ সদস্যের সরাসরি এই অর্থ ব্যয় করার সুযোগ থাকে না), এবং প্রকল্পের স্কিম বাস্তবায়ন ও মাঠ পর্যায়ে তদারকি করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ। তবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি চর্চায় এই দেশগুলোর দৃষ্টান্ত বিবেচনায় বাংলাদেশে এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতিগত ঘাটতি দেখা যায়, তার মধ্যে রয়েছে সুনির্দিষ্ট আইনি/নীতি কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা ও নির্দেশনা না থাকা, কমিউনিটি স্তরে কোনো পরিচালনা/পরিবীক্ষণ কমিটি এবং নীতি কাঠামো পর্যবেক্ষণ ও সার্বিক মূল্যায়ন নিরীক্ষণের জন্য পৃথক কোনো সংসদীয় কমিটি না থাকা, জনগণের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য প্রকাশ না করা (এই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পৃথক কোনো ওয়েবসাইট নেই বা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটেও বিস্তারিত তথ্য উন্মুক্ত নয়), এবং আইএমইডি কর্তৃক এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের ঘাটতি।

**সার্বিক পর্যবেক্ষণ**

এই প্রকল্পের কয়েকটি লক্ষ্য থাকলেও কেবল অবকাঠামো উন্নয়ন স্কিম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়িত হয়েছে। স্কিম তালিকাভুক্তিসহ এলাকাভেদে স্কিমের উপযোগিতা যাচাইয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের সরাসরি মতামত দেওয়ার সুযোগের ঘাটতি রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে অধিকাংশ স্কিমের উপযোগিতা থাকলেও স্কিম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের পারস্পরিক সুবিধার সমঝোতা সম্পর্ক এবং কমিশন বাণিজ্যের ফলে স্কিমের কাজের মান প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়।

সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্য কাজের অগ্রগতি তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করলেও সদস্যদের একাংশ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন অনিয়মকে প্রশ্রয় দেন। ফলে সার্বিকভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ। সুনির্দিষ্ট নীতিকাঠামো/ কৌশলের ঘাটতিসহ আসনভিত্তিক স্কিম সম্পর্কিত তথ্যসহ প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুপস্থিত। সার্বিকভাবে তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি রয়েছে।

এই প্রকল্প সংসদ সদস্যের একাংশের জন্য স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার চর্চা, নির্বাচনে ভোট নিশ্চিত করার চেষ্টা ও অনৈতিকভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সর্বোপরি কার্যকর তদারকি, প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়ন, এবং সংসদ সদস্যের সততা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধির অনুপস্থিতি অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে আরও উৎসাহিত করছে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হচ্ছে।

**সুপারিশ**

১. ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত সংসদীয় আসনে থোক বরাদ্দের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর পৃথকভাবে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করে এগুলোর দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ করতে হবে ও কার্যকরতা বৃদ্ধির সুযোগগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করতে হবে এবং এই তথ্য পরবর্তী প্রকল্প পরিকল্পনায় ব্যবহার করতে হবে

২. এ প্রকল্পের আইনি কাঠামো বা নীতিমালা সুনির্দিষ্ট করতে হবে, যেখানে স্কিম নির্বাচন প্রক্রিয়া, ভৌগোলিক অবস্থান এবং উপযোগিতা অনুযায়ী স্কিমের নকশাসহ এলাকা ও চাহিদা ভেদে বরাদ্দ বণ্টনের পূর্বশর্ত, এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নির্দেশনা থাকবে।

৩. প্রকল্পের অধীনে স্কিম পরিকল্পনা ও তালিকাভুক্ত করার আগে সংশ্লিষ্ট আসনের ভৌগোলিক অবস্থান এবং উপযোগিতা অনুযায়ী তার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।

৪. স্কিম তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে এলাকার জনগণের অংশগ্রহণ ও মতামত নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সমন্বয় কমিটিতে স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করতে হবে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস করতে হবে।

৫. স্কিম এলাকায় কাজ চলাকালীন তথ্যবোর্ড স্থাপন করতে হবে যেখানে স্কিমের বিবরণ, বাজেট, সময়সীমা, প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের নাম ও যোগাযোগের নম্বর ইত্যাদি থাকতে হবে।

৬. এই প্রকল্পের সব ধরনের তথ্য (নীতিমালা, আসনভিত্তিক স্কিমের তালিকা, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রতিবেদন, বাজেট, স্কিম বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিবরণ) একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৭. কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানসহ বিপণন সুবিধা বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ স্কিম পরিকল্পনা করতে হবে ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

৮. জনপ্রতিনিধিদের রাজনৈতিক শুদ্ধাচার চর্চার পাশাপাশি দুর্নীতির প্রবণতা ও সুযোগ হ্রাস করার জন্য কার্যকর জবাবদিহি ব্যবস্থা (জনপ্রতিনিধিদের আচরণ বিধি, তাদের কর্মকাণ্ডসহ আর্থিক হিসাবের বিবরণ উন্মুক্তকরণ, তাদের সম্পৃক্ততায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য এলাকাভিত্তিক গণশুনানি ইত্যাদি) প্রবর্তন করতে হবে।

৯. স্কিম বাস্তবায়নকালীন স্থানীয় উপকারভোগীদের সমন্বয়ে ধারাবাহিকভাবে কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা (কমিউনিটি মনিটরিং) প্রবর্তন করা যেতে পারে।

---